AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali

26.06.2024 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) দখলদার উচ্ছেদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন।

কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজও জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলে।

২) ৫৫২ টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

৩) প্রবীণ বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লা, অষ্টাদশ লোকসভাতেও অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

৪) নব নির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে জটিলতা এখনও কাটেনি। এ ব্যাপারে আইনী পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

৫) আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস আজ রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে।

দখলদার উচ্ছেদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আগামীকাল প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন। বেলা ১২ টায় নবান্ন সভাঘরে এই বৈঠকে হাজির থাকার জন্য মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্যের বিভিন্ন থানার ওসি ও আইসি-রা।

উল্লেখ্য সরকারি জায়গা বেআইনীভাবে দখল হয়ে যাওয়া নিয়ে গত সোমবার পুরসভা ও পুরনিগমগুলির চেয়ারম্যান, মেয়র এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভর্ত্সনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুর পরিষেবায় গাফিলতি নিয়ে তিনি তীব্র উষ্মা করেন। এরপরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় দখলদার উচ্ছেদ অভিযান।

বিরোধীরা এই অভিযানের সমালোচনা করে, এতদিন মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে ছিলেন কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। এই সমালোচনার জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপ বিরোধী দলগুলির কোনো নেতা দেখাতে পারবেন কিনা, সেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জীর কাছ থেকে বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

বেআইনিভাবে হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্য সরকার বিশেষ কিছু এলাকায় আগাম নোটিশ না দিয়ে হকারদের উচ্ছেদ করছে। সরকারি জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রথমে এসওপি বা মান্য কার্যবিধি তৈরি করে সব দপ্তরকে নিয়ে সরকারি জমি চিহ্নিত করতে হবে। এরপর হকারদের আইনি নোটিশ দিতে হবে। বিরোধী দলনেতা জানান, সল্টলেক, রাজারহাট, হাতিবাগান সহ যেসব এলাকায় গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র মানুষেরা হকারী করে জীবনধারণ করছে, সেইসব এলাকায় পুলিশ তাদের উচ্ছেদ করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর আজও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ও ফুটপাথ জবরদখল মুক্ত করার অভিযান চলে। নিউটাউনে এই অভিযান চলাকালীন দোকানমালিকরা পুলিশকে বাধা দিলে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পৌঁছায় বিধাননগর পুলিশের বিশাল বাহিনী। এন কে ডি এ-র পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের অনেককেই। উচ্ছেদ অভিযান চলে আলিপুর, ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার, বেহালার মতো অনেক জায়গাতেই। জেসিবি দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয় বেআইনী দোকান ও কাঠামো। আলিপুর চিড়িয়াখানার গেটের পাশের দোকানগুলিও ভাঙ্গা পড়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের পাঞ্জীপাড়া বাজারে জেসিবি ও ট্র্যাক্টর নিয়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার জন্য হাজির হন বিডিও কিংশুক মাইতি, ইসলামপুরের মহকুমাশাসক ও পুলিশ বাহিনী। ব্যবসায়ীদের দুদিনের মধ্যে বেআইনী ভাবে তৈরী সমস্ত দোকান খালি করে দিতে বলা হয়।

বীরভূমের সিউড়ি শহরে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, উচ্ছেদ অভিযানে নামেন। মসজিদ মোড় এলাকায় রাস্তা দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হয়।

পুলিশের বিশেষ দখলদার উচ্ছেদ অভিযানে হাওড়া সিটি পুলিশের অধীন প্রধান রাস্তাগুলিতে বেআইনী পার্কিং-এর ৩৭৫ টি মামলা রুজু করা হয়েছে। হাওড়া ব্রীজে ওঠার রাস্তার পাশের ফুটপাথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে হকারদের অস্থায়ী ছাউনী।

বাম শ্রমিক সংগঠন এ আই সি সি টি ইউ, বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী, নির্বাচন পরবর্তী প্রশাসনিক বৈঠক করার পরই হাতিবাগান, গড়িয়াহাট, সল্টলেক, যদুবাবুর বাজারে যে নির্মমভাবে বুলডোজার দিয়ে হকার ও গরীব মানুষদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার তীব্র বিরোধিতা করছেন তাঁরা।

বাম শ্রমিক সংগঠন CITU ও অমানবিক হকার উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেছে। পাশাপাশি অবিলম্বে রাজ্যের হকার ইউনিয়ন গুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আলোচনায় বসার দাবি জানিয়েছে তারা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু আজ এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় হকার আইন ২০১৪ অবিলম্বে বলবত্ করার কথা বলেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে আজ দিনভর বহু মানুষ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। অফিসের ভেতরে আটকে পড়েন বিএলআরও ঝিমলি কুন্ডু। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। তাদের অভিযোগ, দুয়ারে সরকার শিবিরে জমির পাট্টার আবেদন করার পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তা মেলেনি। রমরমিয়ে চলছে দালালরাজ। আধিকারিক নিয়মিত আসেন না। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা নাগাদ ঘেরাও ওঠে।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি দফতরে শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগী হয়েছে। পুরনো পদ পূরণের পাশাপশি প্রকল্প ও পরিষেবায় গতি আনতে নতুন পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এরকম ৫০০ র বেশি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র দফতর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর, শিক্ষা দফতর মিলিয়ে মোট ৫৫২ টি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। জানা গেছে স্বরাষ্ট্র দফতরে ১০০ টি নতুন পদ তৈরির ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের বিভিন্ন স্তরে ২৭০ টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ৩৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি দফতরে বেশ কিছু নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পৌরহিত্য প্রথমবার বৈঠকে বসে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

প্রবীণ বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লা, অষ্টাদশ লোকসভাতেও অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। সপ্তদশ লোকসভারও অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। প্রায় ৫০ বছর পর এই পদে নির্বাচন হয়। শ্রী বিড়লার বিরুদ্ধে বিরোধী আইএনডিআইএ জোটের প্রার্থী হয়েছিলেন কংগ্রেসের ৮ বারের সাংসদ কে. সুরেশ। ধ্বনি ভোটে নির্বাচিত হন ওম বিড়লা। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, তাঁকে অধ্যক্ষের আসন পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা সহ সরকার ও বিরোধী পক্ষের সাংসদরা শ্রী বিড়লাকে অভিনন্দন জানান। বিরোধী পক্ষের কণ্ঠ যাতে রুদ্ধ না হয়, তা সুনিশ্চত করার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান বিরোধী সাংসদরা।

নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথগ্রহনকে কেন্দ্র করে জটিলতা এখনো কাটেনি। পূর্ব ঘোষনা মতোই ভগবানগোলা ও বরানগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেয়াত হাসান সরকার এবং সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের জন্য আজ বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বিধানসভা ভবনে অপেক্ষা করেন। প্ল্যাকার্ড হাতে সিঁড়িতে ধর্ণায় বসেন তাঁরা। তাদের সঙ্গে যোগ দেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শাসকদলের একাধিক বিধায়ক।

অন্যদিকে, রাজভবনের ব্লু রুমে আজ দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিধানসভা ভবনে তাঁদের অপেক্ষা চলাকালীনই রাজ্যপাল দিল্লী রওনা হয়ে যান। গোটা ঘটনায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ। এবার তিনি আইনজীবিদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

(বাইট- বিমান)

আগামীকালও বিধানসভা ভবন চত্বরে আম্বেদকারের মূর্তির সামনে দুই বিধায়ক ধর্ণায় বসবেন বলে জানিয়েছেন। শপথগ্রহণ নিয়ে জটিলতার প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক আজ বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে অধ্যক্ষ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

রেললাইনের পাশ থেকে এক বিজেপি নেতার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হীরাগাছিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সুভাষ কুমার দত্ত নামে বছর ৪৪ এর ঐ ব্যক্তির বাড়ি, হীরাগাছির ঘোষপাড়ায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ১২ টা নাগাদ ব্যক্তিগত কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। রাত ১ টা নাগাদ পরিবার জানতে পারে, রেলগেটের কাছে তাঁর দেহ পড়ে আছে। ট্রেনের ধাক্কায় সুভাষের মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। বিজেপির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।। জি আর পি, দেহ উদ্ধার ক'রে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

বিজেপির রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ, সুভাষ দত্তের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, লোকসভা নির্বাচনে সুভাষ খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন।

কীভাবে এই মৃত্যু হল তার তদন্ত হওয়া দরকার। এর পিছনে শাসকদলের হাত আছে কী না, সেটা জানার জন্য তদন্ত দাবি করবেন তাঁরা।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে আজ রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচী পালন করা হয়।

নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সি আই ডির ভবানী ভবন নার্কোটিকস সেল ও বিধাননগর সিটি পুলিশের উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। বিধাননগর সিটি সেন্টার ওয়ান চত্বরে এক পদযাত্রায় পা মেলায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নেশা মুক্তি কেন্দ্র ও স্কুল- কলেজের পড়ুয়ারা।

কিশোর বয়সে মাদকাসক্তির প্রবণতা বাড়ছে বলে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রধান তুলিকা দাস মনে করেন। আন্তর্জাতিক মাদক সেবন ও পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে দার্জিলিঙে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার আগে তিনি আকাশবাণীকে বলেন, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচি তৈরি করে বর্ষব্যাপি একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এক বছর পর তার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

বাইট তুলিকা দাস।

---------- ----------